Premendra Mitra's Science Fiction

by A.K. GANGULY

Science fiction at one time was considered to be a sort of fairy tale to satisfy our craving for miracles, says Premendra Mitra, noted Bengali science-fiction author who is also an essayist, poet, playwright, and novelist. Writers with inadequate knowledge of science let loose the reins of their fancies, says Mitra, so we got some highly improbable and absurd exploits.

"Real science fiction moved away from this sort of cheap writing both in the West and in India long ago," says Mitra. "Science-fiction writers are now trying to guess ahead of science. Well-equipped with all the relevant information on a particular issue, they try to anticipate problems and suggest solutions. They predict conditions that mankind may face in the future."

"Science fiction has already contributed to human progress," Mitra adds. "Jules Verne's *20,000 Leagues Under the Sea* not only provided the idea of the future submarine, but also furnished some of its scientific calculations."

Citing another example—though one not necessarily classifiable as "progress" —Mitra reminds us that just before the turn of the present century, H.G. Wells wrote a story in which he described the prototype of the modern army's tank. The most important feature in that conception was the caterpillar wheel, which later came to be the basis of the tank as we know it, which became a reality in World War I.

"The West has had an abiding influence on the writing of science fiction in India," says Mitra. He recalls his early work. "When I was 22," he says, "I wrote a short novel titled *Pimpre Puran* (Epic of the Ants). That was the first science fiction I wrote, and I think it was also the first original science fiction in Bengali. This story portends the emergence of a sophisticated ant civilization in future millenniums, and mankind's grim struggle for survival against it."

During the late 1920s, Premendra Mitra was a prolific producer of science fiction in Bengali. To date, he has written over 40 children's books, and most of them may be called science fiction. One of his science-fiction characters, Ghana-da, is especially popular. "Ghana-da is a teller of tall tales," says Mitra, "but the tales always have a scientific basis. I try to keep them as factually correct and as authentic as possible."

Mitra conceived of the idea of rocket bombs seven or eight years before World War II. In his novel *Sukrey Jara Giyechilo* (Those Who Went to Venus), rockets propel spacecraft and bombard targets beyond the range of artillery.

Mitra's *Maydanaber Dwip* (Island of the Volcano) has shades of the macabre. A secret society of scientists dissatisfied with the world harnesses the subterranean geothermal heat of the earth to build a formidable army of robots on a volcanic island. To the relief of mankind, the scientists fail in their attempt to subjugate the world.

In *Pataley Panch Bachhar* (Five Years in the Ocean Bed), Mitra describes the struggle between two communities in an island that was gradually sinking to the bottom of the sea. His novel *Manu Dwadash* (The Twelfth Manu) projects man into the far distant future—after the world has been almost destroyed by nuclear holocausts. Only three small tribes still exist. Even these face extinction for they have lost virtually all their procreative power from radiation. Children are no longer being born. The author deals superbly with the scientific and philosophical issues posed by this apocalyptic situation.

Mitra remarks: "If Huxley's *Brave New World* can be regarded as science fiction—and it is indeed science fiction *par excellence*—my *Manu Dwadash* can advance some claim to this title."

Discussing his colleagues in the field, Mitra says there are quite a few good young science-fiction writers in Bengali. He mentions Adrish Bardhan and Samarjit Kar. He does not know much about science fiction in other regional languages.

Some of Premendra Mitra's novels have won the Sarat Memorial Prize, and his book of poems *Sagar Theke Phera* (Return from the Sea) received both the Sahitya Akademi Award and the Rabindra Prize. In addition to all this, he has directed several Bengali films, has led the Indian delegation to a world poetry festival in Belgium, and has toured America at the invitation of the U.S. Government. □

সাক্ষাৎকার

ঘনাদা এলো কোথা থেকে

ঘনাদা প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হরিশ চ্যাটার্জির বাড়িতে তাঁর মুখোমুখি দুপুরের রোদ, গরম এবং প্রেমেন্দ্রবাবুর শারীরিক অসুস্থতা—সব কিছুর মধ্যে এই সাক্ষাৎকার। শারীরিক নানা অসুবিধে আর চোখ নিয়ে খুব খারাপ অবস্থার মধ্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের প্রতিনিধি কিন্নর রায়কে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এজন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

প্রশ্ন: ঘনাদা নিয়ে লিখবেন এমন ভাবনা কিভাবে এলো, কোনো প্রস্তুতি...?

উত্তর: অনেক বছর আগে বলেছি, এখনও বলছি, ঘনাদা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা সে অর্থে কোনো দিনই মাথার মধ্যে দানা বাঁধেনি। সারাক্ষণ ফিকশন লিখতাম। মনে হলো বৈজ্ঞানিক একটা গল্প তো বানিয়ে লিখি, এমন একটা চরিত্র হক না, যে বানিয়ে বানিয়ে বলে। তারপর প্রথম গল্প দেব সাহিত্য কুটিরের প্রেসের পুজো বার্ষিকীতে বেরোবার পর আর আমার উপায় নেই। পাঠকরা ঘনাদা চান, সম্পাদকও। আসলে কি জানো আমি ইতিহাস ভালোবাসি, ভূগোল—রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনী ভালো লাগে, বিজ্ঞানে আমার খুবই ঝোঁক ছিল। এই যে তিন ভালোবাসার সমাহার, তাই ফুটে উঠেছে ঘনাদার মধ্যে। আমার নিজের ভালোলাগা পাঠকদের ভালো লাগবে বলে ভেবেছি। কি যে ভালোবাসে পাঠকেরা, তার প্রমাণ এখনো কেমন পেয়েছি, বিদেশেও। আমেরিকা গিয়ে জানতে পারলাম বাঙালি ছেলেরা খবর নেয়, দেবসাহিত্য কুটিরের পুজোবার্ষিকীতে ঘনাদা আছে কি না, থাকলে তারা অর্ডার বুক করে। একজন ইতিহাসে পড়া, অনেক পণ্ডিত মানুষ, খুব বড় চাকরি করেন, তাঁর ছেলেকে ঘনাদা-কাহিনী পড়িয়েছিলেন, বাংলায় এমন গল্প লেখা হয়, ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। তুমি সব লেখাগুলো মন দিয়ে পড়বে। তবে পাঠকের স্বাদের বাড়া আর কেমন স্বাদের কোথায় পেল বলো এমন লেখা! ঘনাদা অবশ্য অনূদিত হয়েছে গুজরাটি, হিন্দি এবং মালয়ালমে। ইংরাজিতেও।

প্রশ্ন: প্রথম ঘনাদা-কাহিনী কবে, কোথায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর: এও তো প্রায় সকলেই জানে, তবু বলি প্রায় ষাট বছর আগে, বোধহয় 1928-29 সালে দেবসাহিত্য কুটিরের পুজোবার্ষিকীতে ঘনাদা নিয়ে প্রথম লেখা বেরোয়। গল্পের নাম 'মশা'।

প্রশ্ন: ঘনাদা নিয়ে ভবিষ্যতে লেখার পরিকল্পনা কি?

উত্তর: অনেক কিছুই তো পরিকল্পনা আছে। কিন্তু পেরে উঠছি কই! একে তো শরীর খুব খারাপ। তার ওপর চোখে দেখতে পাই না, চোখ বুজে লিখি। নিজের লেখা পাঠক নিজেই বুঝতে পারি না। পড়ে দেবার লোক নেই। না পড়লে ঘনাদা লেখা অসম্ভব একেবারেই। তবু প্রোফেশনালি ওদের চোখটা বাঁধ একটু সেরে উঠে আবার একটা বিশাল কাজ করার ইচ্ছে আছে। তোমরা তো জানো ঘনাদার অনেক সৃষ্টি ব্যাপার—একটা ঘনাদার নিজের কাহিনী, আরেকটা ঘনাদার পূর্বপুরুষের নানা ঘটনা। ঘনাদার পূর্বপুরুষের নিয়ে একটা লেখার পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছে, তবে চোখ ঠিক না হলে হবে না। আর একটা রোমাঞ্চকর ভৌগোলিক অভিযান—যা আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় ভাষায় লেখা হয় নি, তার পটভূমিতে ঘনাদা-কাহিনী লেখার পরিকল্পনা আছে। সত্যিকারে এটা একটা অনুভূতি স্পৃহাতে থাকার মতো কাজ হবে।

প্রশ্ন: ঘনাদা কি শুধুই অল্পবয়েসীদের পড়ার? আরো জোর দিয়ে চাইছি ঘনাদা কি কেবলই কিশোর পাঠ্য—এই প্রশ্নের ওপর।

উত্তর: মোটেই না। ঘনাদা সব বয়েসের। ঘনাদা লিখে আমি এখনও আনন্দ পাই। আর সাত থেকে সাতাশি সবাই ঘনাদার পাঠক। তারা ঘনাদাকে চায়। আসলে কি জানো, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন ঘনাদা আছে, সে বাগাড়ম্বর প্রিয়, কল্পনায় অনেক সাহস দেখায়। আবার বিজ্ঞান-প্রবণ, ইতিহাস-প্রবণও। সবার ওপর অভিমান প্রিয়।

শিল্পী অজিত গুপ্তের চোখে ঘনাদা

পৃথিবী খ্যাত ফটোগ্রাফার দাঁড়িয়ে সুরেন ঘনাদাকে হাত চুরি করে নিয়ে যাবারই প্রাণ করেছেন। উদ্দেশ্য জোর করে ঘনাদার কাছ থেকে একটা হানাডির হাতে নেওয়া। ঘনাদার বাঁদিকে বন্দুক তাদের দিকে বিশেষণের উঁচিয়ে ধরা...

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং-এর সৌজন্যে

প্রেমেন্দ্র মিত্র জানাচ্ছেন

কার আদলে তৈরি হল ঘনাদা

ছেলেবেলায় আমি ছিলাম, যাকে বলে প্রিকশাস চাইল্ড, অর্থাৎ খুবই পাকা ছেলে । তিন বছর বয়সেই আমি তিনটি ভাষা বাংলা, হিন্দি, ইংরেজির বর্ণমালা রপ্ত করে ফেলেছি । কেউ হয়তো ধরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আর ধরাধরি করতে হয়নি । তারপর থেকেই, বুঝি আর নাই বুঝি, আমি গোগ্রাসে বই গিলতে শুরু করেছি । সারাজীবন কখনও তাতে অরুচি হয়নি ।

> বিজ্ঞান বলো, ইতিহাস-ভূগোল রূপকথা বলো, সবকিছুতেই আমার দারুণ আকর্ষণ। যখন যা ভালো লাগে, তাই নিয়ে লিখি। ঘনাদাকে নিয়ে প্রথমে 'মশা' নামে একটা গল্প লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম তাঁকে নিয়ে আর লিখব না। কিন্তু পাঠকদের কাছ থেকে এত চিঠি আসতে লাগল যে, বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির ঘনাদা আর আমি কেউ পালাতে পারলাম না।